গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৫ জুন ২০২৩, বেলা ১১.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতিসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

প্রতিশ্রুতি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতির সবগুলি বাস্তবায়িত

নির্দেশনাসমূহ:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, GED কর্তৃক SDG Revised Action Plan প্রণয়নের জন্য ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার নির্দেশনা মোতাবেক Action Plan চূড়ান্ত করে প্রেরণ করা হয়েছে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল)/ সকল সংস্থা প্রধান
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • ''হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে জনবল অনুমোদন এবং যাচাই-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশনের অনুশাসন অনুযায়ী নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় Echosystem Based Fisheries Management (EBFM) Approach শিরোনামে ১টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট	(ক) রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান	অতিরিক্ত সচিব

	হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	২,৫৯৬.৩৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৮৭৯.১৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত করাখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। (খ) সম্প্রতি অধিক উৎপাদনশীল ভেনামী চিংড়ি ট্রায়াল বেসিসে চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামী চিংড়ি চাষ প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবশ্যিক প্রতিপালনীয় বিনির্দেশ সম্বলিত নির্দেশিকা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের Fish Conservation বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় নিম্নবর্ণিত অগ্রগতি উপস্থাপন করেন: ১. ইপিডেমিওলজি ইউনিট কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২. ল্যাবরেটরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ৩. প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট FAO-ECTAD, Bangladesh এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।	নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (গ) জরুরি ভিত্তিতে Fish Conservation -এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) FMD ঝুঁকি নিরসনের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে।	(মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ৬৪,৮৯৪.৯০ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪১৫.২০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৩০৩২.৪৭ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৩.৮১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ৭৬,৬৪৪ মেঃ টন (মে ২০২৩ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৭০.৯২ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য এবং মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) তথ্যের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ পরিকল্পনা/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ	মহাপরিচালক (চ. দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে বর্তমানে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) ও "মহিষ উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে।	ক) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস) /মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/